অপরেশন ত্রিশূল

Afrine Sultana

নয়া দিল্লির উচ্চপ্রযুক্তি গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে হঠাৎ লাল আলো জ্বলে ওঠে। বিশ্বের তিনটি পরাশক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হ্যাক করে একটিই বার্তা পাঠানো হয়েছে: 'ত্রিশূল সক্রিয় হয়েছে।' তরুণ গোয়েন্দা কর্মকর্তা অনিকেত সেন মনিটরের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন, কারণ তাঁদের ডাটাবেসে ত্রিশূল নামের কোনো চলমান মিশনের রেকর্ডই নেই।

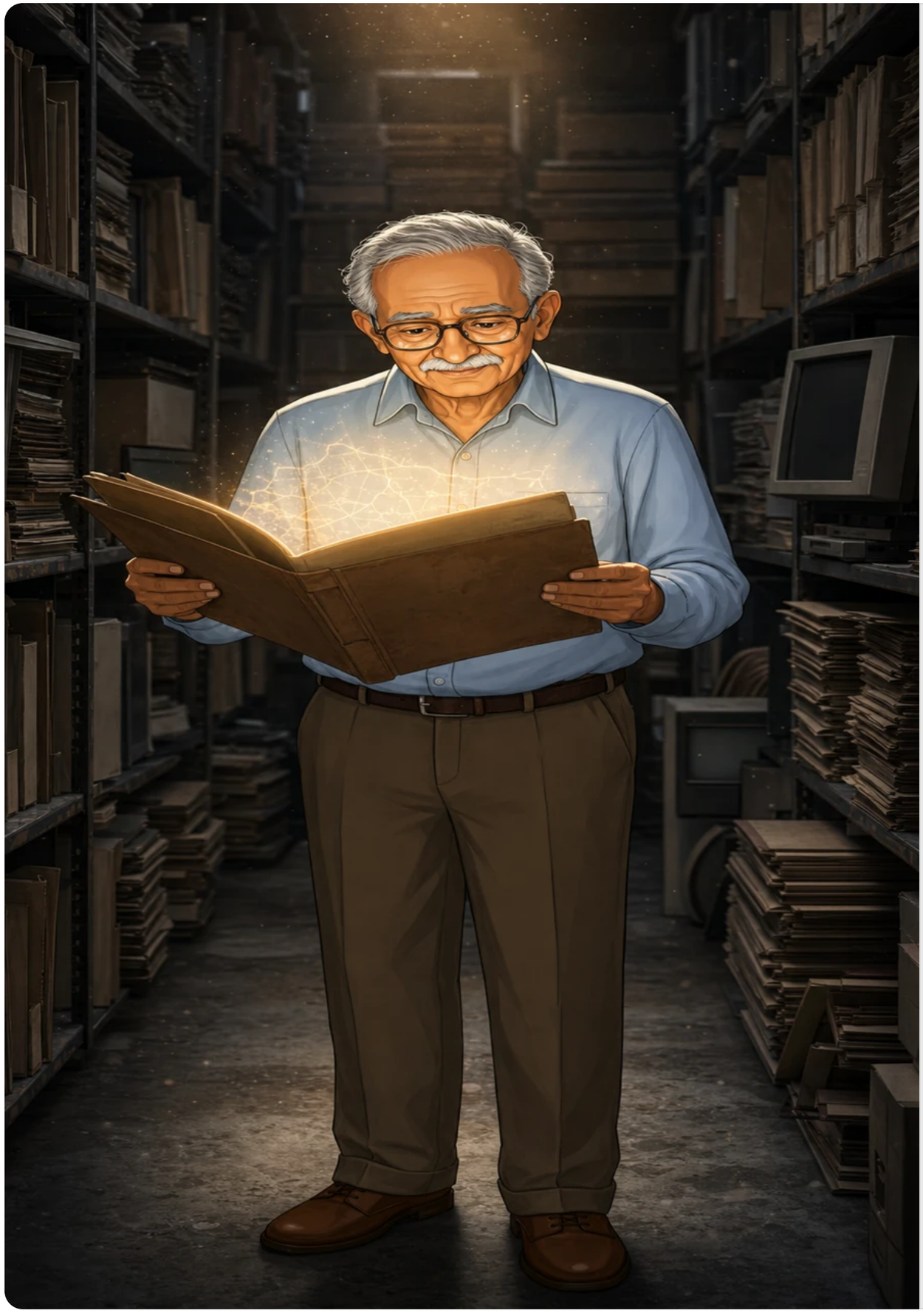

অনিকেত গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে গোপন ও পুরোনো নথিপত্রের আর্কাইভে তদন্ত শুরু করেন। ধুলোবালি ও ডিজিটাল ফাইল ঘেঁটে তিনি আবিষ্কার করেন ঠিক ত্রিশ বছর আগের একটি প্রকল্প, যার সমস্ত তথ্য রহস্যজনকভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল। সেই পুরোনো ফাইলের পাতায় কোনো নাম লেখা নেই, কিন্তু একটি অস্পষ্ট মানচিত্রের সংকেত জ্বলজ্বল করছে।

একটি গোপন সংকেত অনুসরণ করে অনিকেত পৌঁছান এক নিভৃত নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানে তিনি দেখা করেন ডাঃ রেড্ডির সাথে, যিনি আপাতদৃষ্টিতে একজন সাধারণ প্রবীণ বিজ্ঞানী হলেও প্রকৃতপক্ষে ত্রিশূল প্রকল্পের প্রথম স্তম্ভ। ডাঃ রেড্ডির কাছে রয়েছে একটি প্রাচীন ধাতব যন্ত্র, যা একটি জটিল সাংকেতিক চাবি ধারণ করে আছে।

অন্যদিকের এক ব্যস্ত শহরে, আর্কাইভ বিশেষজ্ঞ নিহারিকা রায় নিজের গোপন ফোনে একটি এনক্রিপ্ট করা বার্তা পান। তিনি বাইরে তাকাতেই দেখতে পান কালো পোশাকে কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে। নিহারিকা বুঝতে পারেন, বহু বছর ধরে চেপে রাখা তাঁর গোপন পরিচয় আজ প্রকাশ পেয়ে গেছে।

অনিকেত সময়মতো নিহারিকার গ্রন্থাগারে পৌঁছে যান এবং সেই ছায়াময় শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। শহরের অন্ধকার গলি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিহারিকা প্রকাশ করেন যে তিনি ত্রিশূল প্রকল্পের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত রয়েছে ডেটা সিস্টেমের মূল পাসকোড।

একটি নিরাপদ আত্মগোপন আশ্রয়ে ডাঃ রেড্ডি, অনিকেত সেন এবং নিহারিকা রায় প্রথমবারের মতো একসঙ্গে মুখোমুখি হন। তিনজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ বুঝতে পারেন যে তারা কোনো মেকানিক্যাল অস্ত্র নন, বরং জীবন্ত এক পরিকল্পনার তিনটি স্তম্ভ, যাদের একত্রিত হওয়া বিশ্ব শান্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

হঠাৎ নিরাপদে থাকা ভবনটির বাইরে শত্রুপক্ষের ড্রোন ও সশস্ত্র ছায়া বাহিনী ঘিরে ফেলে। বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখে অনিকেত প্রতিরক্ষা ব্যারিকেড তৈরি করেন, আর অন্যদিকে ডাঃ রেড্ডি এবং নিহারিকা তাদের গোপন সংকেত দুটি একত্রিত করার কাজ শুরু করেন।

ডাঃ রেড্ডির যন্ত্র এবং নিহারিকার পাসকোডের সাথে অনিকেতের কাছে থাকা বিশেষ নিরাপত্তা চাবি মেলাতেই একটি উজ্জ্বল নীল আলো ফুটে ওঠে। তাঁদের চোখের সামনে বিশ্বের আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নকশা ভেসে ওঠে, যা কোনো অসৎ শক্তির হাতে পড়লে ধ্বংস ডেকে আনবে।

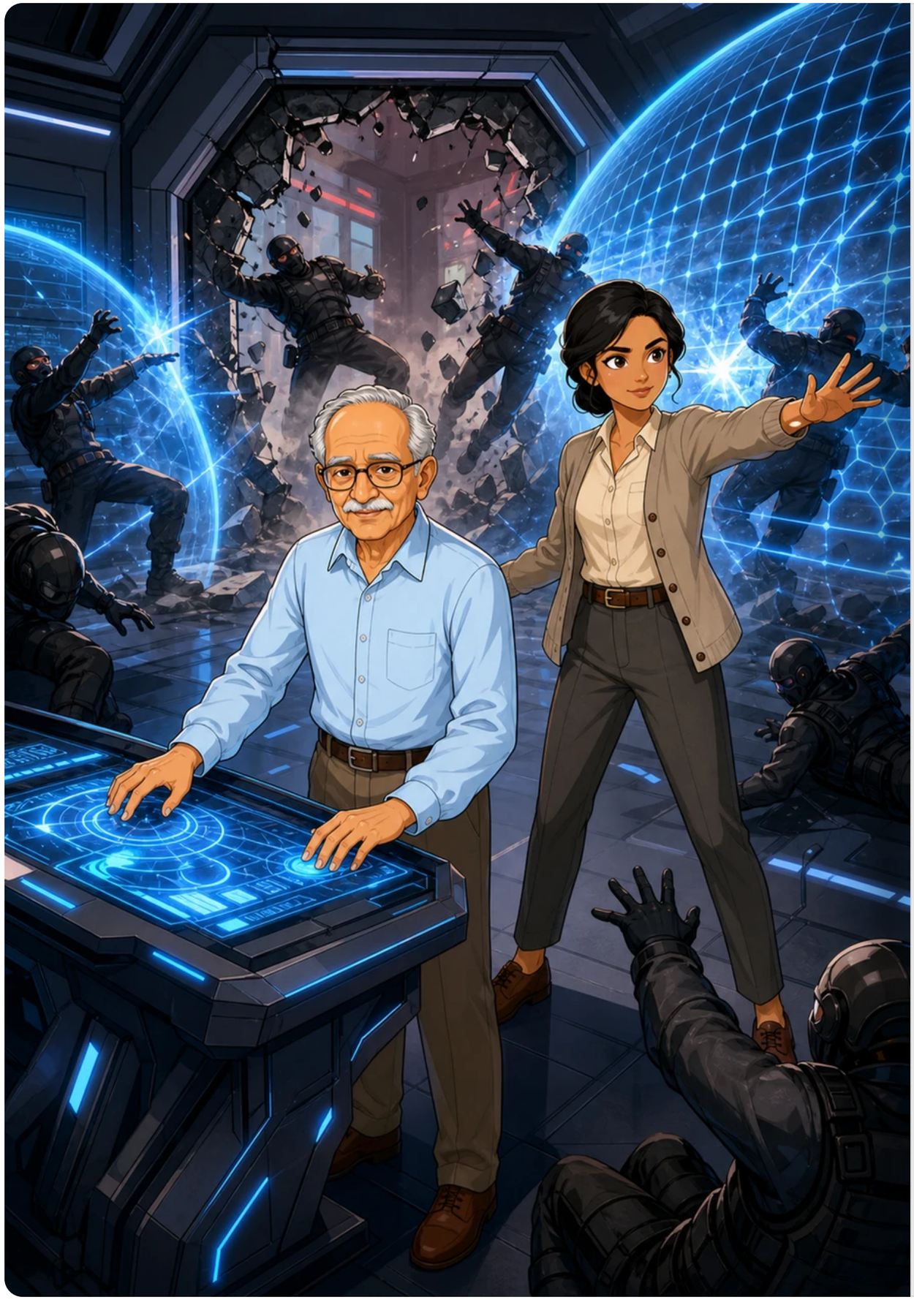

দরজা ভেঙে ছায়া সংগঠনের এজেন্টরা কক্ষে প্রবেশ করে, কিন্তু অনিকেত ও নিহারিকা কৌশলগতভাবে নতুন সক্রিয় হওয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে শত্রুদের পরাস্ত করেন। প্রযুক্তি ও বুদ্ধির এই লড়াইয়ে অধিনায়কত্ব নিয়ে অনিকেত পুরো সিস্টেমকে সুরক্ষিত করেন।

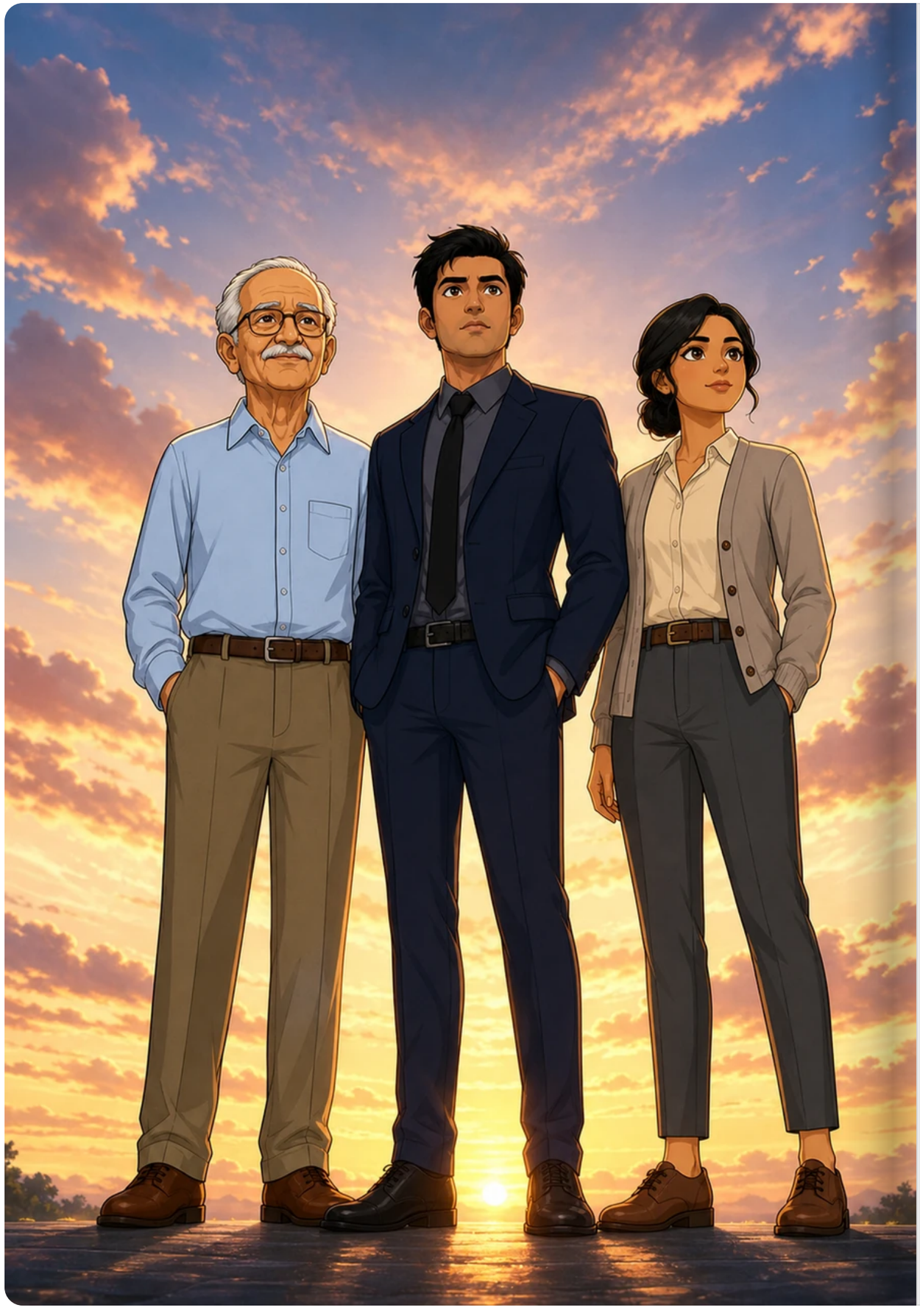

ভোরের আলো ফুটতেই তিনটি আলাদা জীবনের মানুষগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে এক হন। বিশ্বশক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে তারা উপলব্ধি করেন যে এই গোপন দায়িত্ব তাদের আজীবন বহন করতে হবে। ছায়ার হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে ডাঃ রেড্ডি, অনিকেত এবং নিহারিকা রায় আজ থেকে এক অবিচ্ছেদ্য প্রতিরক্ষা বলয়।